উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

২৫ ভাদ্র ১৪২৬ বৃহস্পতিবার ৪.০০ টাকা 12 September 2019 Thursday 16 Pages Rs. 4.00 ইনটারনেটে সংস্করণ http://www.uttarbangasambad.in MLD

লিফট দেওয়ার নামে যুবতিকে অপহরণের চেষ্টা

রায়গঞ্জ, ১১ সেপ্টেম্বর : রাতের অন্ধকার ঘেরা রাজপথে এ'যেন ঠিক সেলুলয়েডের অপহরণ কাহিনি। মাত্র একদিনের পরিচয়ে মঙ্গলবার রাতে মহরমের মেলা থেকে ঘর ফেরত এক যুবতিকে নিজের মোটরবাইকে তুলে পালানোর চেষ্টা করে এক যুবক। লিফট দেওয়ার অছিলায় ওই যুবতিকে বাইকে তুলে নিলেও সেই কাজে সফল হতে পারেনি সে। আতঙ্কে চিৎকার জুড়ে দেন ওই যুবতি। তাঁর চিৎকারে সচকিত মেলা ফেরত মানুষজন ঘিরে ফেলেন রাস্তা। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে বছর চব্বিশের ওই যুবক, যুবতিকে বাইক থেকে ঠেলে ফেলে দিয়ে তীব্রগতিতে উধাও হয়ে যায়। থানা থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে ঘটে যাওয়া এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে হেমতাবাদে। মেলা ফেরত লোকজনের কাছ থেকে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় ওই যুবতিকে উদ্ধার করে প্রথমে হেমতাবাদ হাসপাতাল, পরে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভরতি করে। খবর পেয়ে রাত একটা নাগাদ রায়গঞ্জ মেডিকেলে উপস্থিন হন যুবতির পরিবারের লোকজন। ওই যুবতির পরিবারের পক্ষ থেকে এদিন সন্ধে পর্যন্ত থানায় কোনো অভিযোগ দায়ের না হলেও এই ঘটনার প্রেক্ষিতে হেমতাবাদ থানার পুলিশ স্বতঃপ্রণোদিতভাবে তদন্ত শুরু করেছে।

ঘটনা প্রসঙ্গে হেমতাবাদ থানার ওসি দিলীপ রায় বলেন, এলাকার লোকজন মারফত খবর পেয়েই পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। ওই যুবতি রাস্তায় পড়ে থাকার সময় পথচারীদের জানান, ওই যুবকের সঙ্গে কয়েকমাস আগে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। সেদিনই তাঁদের মধ্যে প্রথম ও শেষ কথা হয়। গতকাল মেলা দেখতে বন্ধুদের সঙ্গে মাঠে আসেন ওই যুবতি। মেলা দেখা শেষ হলে বাড়ি ফেরার জন্য রাস্তায় দাঁড়িয়ে গাড়ির অপেক্ষা করছিলেন তিনি। সেই সময় ওই যুবক আচমকাই মোটরবাইকে এসে তাঁর সামনে দাঁড়ায়। সে ওই যুবতিকে তাঁর বাড়িতে নামিয়ে দেবে বলে। যুবকের প্রস্তাবে যুবতি রাজি হয়ে মোটরবাইকে চেপে বসতেই সে অন্যদিকে বাইক চালাতে শুরু করে। তখনই ভয়ে যুবতি চিৎকার শুরু করেন। পথচলতি মানুষজন যুবকের পথ আটকে দাঁড়ালে সে চলন্ত বাইক থেকে যুবতিকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে বাইক নিয়ে চম্পট দেয়। রক্তাক্ত অবস্থায় যুবতিকে উদ্ধার করে পুলিশকর্মীরা হেমতাবাদ হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখান থেকে তাঁকে রায়গঞ্জ মেডিকেলে রেফার করে দেন চিকিৎসকরা।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, ঘটনাটি ঘটে রাত ১০টা নাগাদ। চলন্ত বাইক থেকে পড়ে যুবতিটির ভালো চোট লেগেছে।

পুলিশসূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্ত যুবককে চিহ্নিত *এরপর বারোর পাতায়*

রাজ্যের কাছে রিপোর্ট চাইলেন অমিত শা

বিজেপি'র আন্দোলনে রণক্ষেত্র

বিজেপি'র আন্দোলন রুখতে কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়ছে পুলিশ।–পিটিআই

কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বর : কলকাতা বিদ্যুৎ সাপ্লাই কর্পোরেশনের সিইএসসির সদর দপ্তর ভিক্টোরিয়া হাউসে যুব বিজেপির অভিযানকে পুলিশ আধ কিলোমিটার আগে ব্যারিকেড করে আটকে দিলে বুধবার রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ ও আশপাশের এলাকা। বিজেপি কর্মী–সমর্থকদের সঙ্গে পুলিশের কার্যত খণ্ডযুদ্ধ বাধে। বিক্ষোভকারীদের ঠেকাতে পুলিশ জলকামান ছোড়ে। ফাটানো হয় কাঁদানে গ্যাসের শেলও। উত্তাল জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে একসময় বেপরোয়া লাঠিচার্জ করতে হয় পুলিশকে। পুলিশের অভিযোগ, বিক্ষোভকারীদের ছোড়া ইটের আঘাতে বেশ কয়েকজন পুলিশকর্মী জখম হয়েছেন। বিজেপির তরফে জানানো হয়েছে, তাদের অনেকের মাথা ফেটেছে। জখম হয়েছেন ৫০ জন। গ্রেফতার করা হয়েছে ৮৫ জনকে। এর মধ্যে বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক রাজু বন্দ্যোপাধ্যায়, সায়ন্তন বসু, সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়, যুব মোর্চার দেবজিৎ সরকার প্রমুখ রয়েছেন। এই খণ্ডযুদ্ধ চলাকালীনই খবর যায় রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের কাছে। তিনি তখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শা'র বাড়িতে রাজ্যের আরও কয়েকজন নেতার সঙ্গে বৈঠকে ছিলেন। তাঁর কাছ থেকে খবর পেয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিজে টিভি খুলে খবরটি দেখেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁর দপ্তরে ফোন করে এব্যাপারে রাজ্যের কাছে রিপোর্ট চাইতে বলেন।

বুধবার সকাল ৯টা নাগাদ সিইএসসি দপ্তরের উদ্দেশ্যে বিজেপির রাজ্য সদর দপ্তর থেকে মিছিল রওনা দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বৃষ্টির জন্য তা রওনা দেয় ১১টা নাগাদ। বিজেপির যুব মোর্চার অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রী ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুবাদে গ্রাহকদের কাছ থেকে বেআইনি ও অনৈতিকভাবে বেশি টাকা লুঠছে সিইএসসি। এরাজ্যে তারা অত্যন্ত কম দামে বিদ্যুৎ কিনে তা চড়া দামে বেচছে। এই সংস্থা অন্য রাজ্যে অনেক সস্তায় বিদ্যুৎ বেচলেও এরাজ্যে চড়া হারে ইউনিটপিছু দাম নিচ্ছে। মিটার রিডিংয়েও কারচুপির অভিযোগ তুলেছে তারা। এই নিয়েই এদিন বিক্ষোভ প্রদর্শন ও স্মারকলিপি দেওয়ার কথা ছিল বিজেপির যুব মোর্চার। রাজ্যের বিদ্যুৎমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'বিদ্যুৎ রেগুলেটরি কমিশন স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সংস্থা। রাজ্যে বিদ্যুতের মাশুল তারাই ঠিক করে। এব্যাপারে রাজ্য সরকারের কোনো ভূমিকা নেই।'

মিছিলটি পৌঁছোনোর আগে থেকেই পুলিশ সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ে ই–মলের কাছে গার্ড রেল সাজিয়ে ব্যারিকেড তৈরি করে রাখে। ডিসি(সেন্ট্রাল) নীলকণ্ঠ সুধীর কুমার বিশাল পুলিশবাহিনী ও জলকামান নিয়ে হাজির ছিলেন। মিছিলটি ই–মলের কাছে পৌঁছোনো মাত্রই আটকানো হয়। বিজেপি সমর্থকরা ব্যারিকেড টপকে যাওয়ার চেষ্টা করলে প্রথমে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু হয়। বিক্ষোভকারীরা বাধা না মেনে এগোনোর চেষ্টা করতেই পুলিশ জলকামান ছুড়ে তাঁদের আটকানোর চেষ্টা করে। বিক্ষোভকারীদের একাংশ পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট ছুড়তে থাকে। এরপর পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটায়। ছত্রভঙ্গ হয়ে যাওয়া বিজেপি সমর্থকদের লাঠিচার্জ করতে করতে তাড়া করে। এতে বেশ কয়েকজন বিক্ষোভকারী জখম হন। লাঠিচার্জের জন্য আশপাশের গলিতে ঢুকে পড়া বিজেপি সমর্থকদের *এরপর বারোর পাতায়*

আজ অনাস্থা প্রত্যাহার

ইংরেজবাজারে স্বস্তি পুরপ্রধানের

কল্লোল মজুমদার ● মালদা

১১ সেপ্টেম্বর : আইন মেনে অনাস্থা সভা ডাকার সময়সীমার শেষদিন ছিল বুধবার। ঠিক ১৫ দিনের মাথায় ইংরেজবাজার পুরসভার বিক্ষুব্ধ কাউন্সিলাররা দলীয় সভানেত্রীকে জানিয়ে দিলেন তুলে নেওয়া হচ্ছে অনাস্থা প্রস্তাব। উপপুরপ্রধান জানান, বৃহস্পতিবারই দলের নির্দেশ মেনে অনাস্থা তুলে নেওয়া হবে। ফলে ইংরেজবাজার পুরসভায় তৃণমূলের দলীয় কাউন্সিলারদের টানাপোড়েনের যবনিকা ঘটল এদিন।

প্রসঙ্গত, গত ২৮ অগাস্ট ইংরেজবাজার পুরসভার পুরপ্রধান নীহাররঞ্জন ঘোষের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে আসেন দলেরই ১৫ জন কাউন্সিলার। এরপর থেকেই জেলা জুড়ে রাজনৈতিক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। প্রসঙ্গত গত বিধানসভা নির্বাচনে বাম সমর্থিত নির্দল প্রার্থী নীহাররঞ্জন ঘোষের কাছে প্রায় ৪০ হাজার ভোটের ব্যবধানে হেরে যান তৃণমূল প্রার্থী তথা ইংরেজবাজার পুরসভার পুরপ্রধান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরি। এরপর থেকেই নীহাররঞ্জন ঘোষকে দলে টানতে ঝাঁপিয়ে পড়ে তৃণমূল। সফলও হয়। নির্দিষ্ট কিছু শর্তের ভিত্তিতে তৃণমূলে যোগ দেন বিধায়ক নীহাররঞ্জন ঘোষ। সেই শর্তের অন্যতম ছিল ইংরেজবাজার পুরসভার পুরপ্রধানের পদ থেকে কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরির অপসারণ। রাজ্য নেতৃত্ব তাঁর সেই শর্ত মেনে নিয়ে পুরপ্রধানের পদে কৃষ্ণেন্দু চৌধুরির পরিবর্তে নিয়ে আসে নীহারকে। সেই সময় প্রায় সমস্ত কাউন্সিলাররাই নীহার ঘোষের পক্ষে ছিলেন। কিন্তু দু'বছর যেতে না যেতে ছবিটি উলটে যায়। এরপরই নীহার ঘোষের বিরুদ্ধে একগুচ্ছ দুর্নীতির অভিযোগ তুলে তৃণমূলের ১৫ জন কাউন্সিলার অনাস্থা প্রস্তাব পেশ করেন। এতে রীতিমতো অস্বস্তিতে পড়ে যান জেলা ও রাজ্য নেতৃত্ব। মালদা ও কলকাতায় বারবার মিটিং করেও সমস্যার সমাধান হয় না। অনাস্থার ব্যাপারে অনড় থাকেন বিক্ষুব্ধ কাউন্সিলাররা। যদিও হাল ছাড়েননি জেলা তৃণমূল সভানেত্রী। বুধবার শেষ চেষ্টা করেন তিনি। কারণ, এইদিনই অনাস্থার সভা ডাকার শেষদিন ছিল পুরপ্রধানের হাতে। তবে তিনি দলীয় নির্দেশ মেনে অনাস্থা সভা ডাকেননি। রাত পোহালেই অনাস্থার বল চলে যেত উপপুরপ্রধান তথা বিক্ষুব্ধদের হাতে। বুধবার সেই চেষ্টায় সফল হন মৌসম নূর। এদিন তিনি পুরপ্রধান সহ বিক্ষুব্ধ কাউন্সিলারদের নেতাদের নিয়ে বৈঠক করেন। সেই বৈঠক থেকেই বের হয়ে আসে সমাধান সূত্র।

বৈঠক শেষে উপপুরপ্রধান বাবলা সরকার দাবি করেন, আমরা প্রথম থেকেই জেলা নেতৃত্বকে বলে এসেছিলাম পুরপ্রধান যদি রাজ্য নেতৃত্বের কথা মেনে নেন, তবে আমরা অনাস্থা তুলে নেব। রাজ্য নেতা ফিরহাদ হাকিম বলেছিলেন উপপুরপ্রধানকে সামনে রেখে একটা কমিটি করার জন্য। যে কমিটি'র সঙ্গে আলোচনা করে উন্নয়ন করা হবে। এদিন পুরপ্রধান তা মেনে নেওয়ায় আমরা অনাস্থা প্রস্তাব প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আজ সভা শেষ হতে দেরি হয়ে গেছে। তাই আগামীকাল আমরা অনাস্থা তুলে নেব।

> সব কাউন্সিলারের বিরুদ্ধেই ভিজিলেস তদন্ত হোক। তা হলেই উঠে আসবে সঠিক তথ্য।
>
> — নীহাররঞ্জন ঘোষ
> পুরপ্রধান

যদিও এই ঘটনা নিয়ে কোনো প্রতিক্রিয়া দিতে রাজি হননি পুরপ্রধান নীহাররঞ্জন ঘোষ। তিনি বলেন, পুরসভায় যে জটিলতা তৈরি হয়েছে, তার জন্য উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। এই জটিলতার কারণে এই বছর মহরমের পুরস্কারও দিতে পারলাম না। পুজোর আর ২০দিন বাকি। মানুষ ভোট দিয়ে কাউন্সিলারদের নিয়ে এসেছেন। আমাদের জন্য কেন মানুষ অসুবিধা ভোগ করবেন। এতে দলের ক্ষতি হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উঠেছে, তার তদন্ত হোক। প্রত্যেকের বিরুদ্ধে ভিজিল্যান্স তদন্ত হোক। তাহলে আসল সত্যটা বের হয়ে আসবে।

অন্যদিকে, বর্তমান পুরপ্রধানের বিরুদ্ধে এদিন একটি সংবাদমাধ্যমে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে প্রাক্তন পুরপ্রধান ক্ষোভ উগরে দেন। তিনি বলেন, আমরা চাই এই অপদার্থ পুরপ্রধানের অপসারণ। জঞ্জাল ও দুর্গন্ধে ভরে গেছে মালদা শহর। সঙ্গে চলছে দুর্নীতি। তাই আমরা ভালো প্রশাসক চাই। শহরকে বাঁচাতে হবে। পুর আইনে বলা আছে, প্রতিমাসে বৈঠক করতে হবে। অথচ ২০১৭ সালের জানুয়ারি মাসে দায়িত্ব নেওয়ার পর এই পুরপ্রধান চারটি মিটিং করেছেন, যার দুটি অবৈধ। বৈঠক ছাড়াই কোটি কোটি টাকার কাজ হচ্ছে। বাজেট না করে খরচ হচ্ছে। ফলে নয়ছয় হচ্ছে সরকারি অর্থ।

মালঞ্চায় ডেঙ্গুর হানা, মৃত্যু বধূর

তপন, ১১ সেপ্টেম্বর : বর্ষাকালে পিছু ছাড়ছে না ডেঙ্গু আতঙ্ক। এবার ডেঙ্গুর প্রকোপে তোলপাড় তপন ব্লকের মালঞ্চা গ্রাম পঞ্চায়েতের ভাড়িলা, অভিরামপুর ও হরিবংশীপুর এলাকা। এলাকার তিনটি গ্রামের প্রায় ২০ থেকে ২৫ জন মানুষ বর্তমানে জ্বরে আক্রান্ত হয়ে বালুরঘাট সদর হাসপাতালে ভরতি রয়েছেন। ব্লক প্রশাসন সূত্রে খবর, ইতিমধ্যেই বিভিন্ন এলাকায় ব্লিচিং পাউডার ছড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া ওই তিনটি গ্রামের বাসিন্দাই ডেঙ্গু মোকাবিলা করার দাবিতে গ্রাম পঞ্চায়েতে আবেদন জানিয়ে সরব হয়েছেন।

তপন ব্লকের ডাইন মালঞ্চা গ্রাম পঞ্চায়েতে রয়েছে ভাড়িলা, অভিরামপুর ও হরিবংশীপুর এলাকা। এই এলাকাগুলির বেশ কিছু মানুষ গত কয়েকদিন ধরে জ্বরে আক্রান্ত হয়ে বালুরঘাট সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তাছাড়া বেশ কয়েকজনের চিকিৎসা চলছে বাড়িতেই। এরই মধ্যে ভাড়িলা গ্রামের বাসিন্দা সুচিত্রা মহন্ত নামে এক মহিলার মৃত্যু হয় রবিবার। জ্বর উপসর্গ নিয়ে তিনি দিনকয়েক আগেই হাসপাতালে ভরতি হন। আর তাঁর মৃত্যুর পরেই ডেঙ্গু আতঙ্ক ছড়ায় ওই তিন গ্রামে। গ্রামবাসীরা জানান, ডেঙ্গু নিয়ে এখনও প্রায় ৬ জন গ্রামবাসী বালুরঘাট হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তাঁরা হলেন, রিংকু মহন্ত(২৮), বাসন্তী মজুমদার (৪৬), সুনীতি সাহা (৪২), গীতা মজুমদার (৩৩), বিকাশ মহন্ত (৪০) ও জিতেন বর্মন (৩৬)। বুধবার সকালেই ওই তিন গ্রামে যান স্বাস্থ্যকর্মীরা। বাড়িতে কেউ জ্বরে আক্রান্ত রয়েছেন কিনা সেসব নিয়েও খোঁজখবর চালান তাঁরা। ভাড়িলা গ্রামের বাসিন্দা কাজল সরকার, প্রশান্ত মজুমদার, বিমল সরকার, যোগেশ ভক্তদের দাবি, আমাদের এলাকার প্রায় ২৫ জন মানুষ জ্বর নিয়ে বালুরঘাট হাসপাতালে চিকিসাধীন। জানতে পেরেছি যে তাঁদের মধ্যে ৫ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত। গত রবিবার সুচিত্রা মহন্ত নামে এক মহিলার মৃত্যু হয়েছে। আমাদের বাড়িতেও জ্বরের রোগী রয়েছে। অত্যন্ত আতঙ্কে রয়েছি। পাশাপাশি তাঁরা অভিযোগ করেন, ডেঙ্গু মোকাবিলার জন্য আমরা গ্রাম পঞ্চায়েতেও জানিয়েছি। কিন্তু ওখান থেকে কোনোরকম উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

তপন পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতা প্রশান্ত বর্মন বলেন, বালুরঘাট হাসপাতালে গত রবিবার ভাড়িলা গ্রামের এক মহিলার মৃত্যু হয়েছে। তারপর থেকেই ওই তিন গ্রামের মানুষ ডেঙ্গু আতঙ্কে ভুগছেন। খুব দ্রুত ক্যাম্প করে গ্রামের মানুষের রক্ত পরীক্ষা করা প্রয়োজন। ডাইন মালঞ্চা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কৃষ্ণা বর্মন বলেন, এলাকায় ব্লিচিং ছড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। জেলাপরিষদের স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ আমজাত মণ্ডল বলেন, ভাড়িলা, অভিরামপুর এবং হরিবংশীপুরে ডেঙ্গু বিষয়ের উপর নজর রাখা হয়েছে। স্বাস্থ্যকর্মীরা এলাকায় গিয়েছিলেন। মোকাবিলা করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। তপন ব্লকের বিডিও সুশান্তকুমার মাইতি বলেন, শুনেছি এলাকায় বেশ কয়েকজন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

নজরকাড়া

মাতৃযানেই পরপর দুই সদ্যোজাতের মৃত্যু

পাঁচের পাতায়

বৃষ্টি এলে চিতা থেকে নামাতে হয় আধপোড়া দেহ

সাতের পাতায়

কেপমারিতে ১ লক্ষ টাকা খোয়ালেন প্রাক্তন সেনা

তেরোর পাতায়

জমি নিয়ে বিবাদের জের

চাঁচলে শ্বশুরের শ্বাসনালী কেটে খুন করল জামাই

বাপিকুমার দাস ● চাঁচল

১১ সেপ্টেম্বর : জমি নিয়ে বিবাদের জেরে জামাইয়ের হাতে খুন হলেন শ্বশুর। বুধবার রাত নটা নাগাদ চাঁচল থানার মতিহারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দিঘা বসতপুর গ্রামে ঘটনাটি ঘটে। এই ঘটনায় ওই এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বাড়ির উঠোনের মধ্যে শ্বাসনালী কেটে খুন করা হয় বলে অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দা থেকে শুরু করে মৃতের পরিবারের সদস্যদের। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় চাঁচল থানার পুলিশ।

পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম রব্বুল হোসেন (৬৫)। খুনে অভিযুক্ত জামাইয়ের নাম মনসুর আলি। তার বাড়ি চাঁচল থানার হাজাতপুর গ্রামে।

পরিবারের সদস্যদের বক্তব্য, মঙ্গলবার ছিল মহরমের একাদশীর দিন অর্থাৎ বাসি কারবালা। এই বাসি কারবালার দিন গ্রামের সকলে কারবালা ময়দানে লাঠিখেলায় অংশ নিতে ব্যস্ত ছিল। কারবালা ময়দানে রব্বুল হোসেনের আত্মীয়পরিজনরা গিয়েছিলেন। রব্বুল হোসেন অসুস্থতার জন্য সেখানে যাননি। বাড়িতে রব্বুল হোসেনকে একা পেয়ে ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাঁর গলার শ্বাসনালী কেটে খুন করে চম্পট দেয় তাঁরই জামাই মনসুর আলি। পরিবারের সদস্যরা বাড়ি ফিরে এসে দেখেন, শ্বাসনালী কাটা অবস্থায় বাড়ির উঠোনে পড়ে রয়েছেন গৃহকর্তা রব্বুল হোসেন। খবর জানাজানি হতেই গোটা গ্রাম ভেঙে পড়ে তাঁর বাড়িতে। খবর দেওয়া হয় চাঁচল থানায়। চাঁচল থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে পাঠায়। বৃহস্পতিবার মৃতদেহ মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হবে।

এবিষয়ে চাঁচল থানার আইসি সুকুমার ঘোষ জানান, খুনের খবর পেয়ে গ্রামে বিশাল পুলিশবাহিনী যায়। মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্তে নেমেছে চাঁচল থানার পুলিশ। পরিবারের অভিযোগ, জমি সংক্রান্ত বিবাদের জেরে জামাই খুন করেছে রব্বুল হোসেনকে। অভিযুক্ত পলাতক। পুলিশ তার খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে।

মহরমের মেলায় পরিবারের সকলে যখন ঘুরছেন, ঠিক তখনই বাড়িতে শ্বশুরের শ্বাসনালী কেটে খুন করে জামাই। বাড়ির উঠোনে শ্বশুরের রক্তাক্ত দেহ ফেলে রেখে চম্পট দেয় সে। এই ঘটনা ঘিরে আতঙ্ক ছড়িয়েছে চাঁচলের মতিহারপুরে। ঘটনার তদন্তে নেমেছে চাঁচল থানার পুলিশ।

উঠোনে পড়ে রয়েছে চাপ চাপ রক্ত।

পুজো সংখ্যার স্বাদ মিশে গিয়েছে বাঙালির রক্তে

পুজোর সাহিত্য

মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য
(লেখক)

শারদোৎসবের যত অনুষঙ্গ আছে পুজো সংখ্যা তার মধ্যে একটি। পুজোর ছুটিতে পছন্দের পত্রিকার পুজো সংখ্যায় ডুবে যাওয়া মননশীল বাঙালির কাছে এক আলাদা আকর্ষণ। ৩০–৩৫ বছর আগেও পুজো সংখ্যা ছিল। কিন্তু তার চেয়ে বড়ো অস্তিত্ব নিয়ে বেঁচে ছিল বিভিন্ন সাহিত্য সংস্কৃতিমূলক পত্রিকা। সেসময় বিনোদনের প্রধান উপকরণ ছিল হরেকরকম পত্রপত্রিকা। ধারাবাহিক উপন্যাস, ভালো গল্প, কবিতা কিংবা মননশীল প্রবন্ধপাঠের সুযোগ মিলত সে সব পত্রিকায়। সারাবছর ধরে অপেক্ষা করে থাকতাম প্রিয় পত্রিকার শারদ সংখ্যার জন্য।

সমসাময়িক লেখকরা কে কেমন লিখছেন সেটা জানার আগ্রহ থেকে অনেকগুলি পুজো সংখ্যা কিনে ফেলি প্রতিবছর। সময়ের অভাবে সব আর পড়া হয়ে ওঠে না। তবে আমাদের স্কুলবেলায় পুজোর ছুটি কাটত আনন্দমেলা বা কিশোর ভারতীর পুজো সংখ্যায় ডুবে থেকে। দেবসাহিত্য কুটির থেকে প্রকাশিত হত হার্ডবাউন্ড পুজো সংখ্যা। লিখতেন সেসময়ের নামজাদা লেখক–সাহিত্যিকরা। থান ইটের মতো একটা গোটা বই পড়া হয়ে যেত দু'চারদিনে। তখন অবসর ছিল পাঠকের। ঘড়ি ধরে লেখার ব্যস্ততা ছিল না লেখকদেরও। কোনো না কোনো সম্পাদকের বিবেচনা থেকে উঠে আসতে পারতেন অখ্যাত লেখক। তাঁদের নির্বাচনে থাকত না সাহিত্যগুণ ছাড়া দ্বিতীয় কোনো পক্ষপাত।

নতুন প্রজন্মের পাঠকদের অনেকেই হয়তো জানেন না, একদা 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ', 'শনিবারের চিঠি', 'পূর্বাশা', 'অগ্রণী', 'মাসিক বসুমতী'র মতো পত্রিকা ছিল। কিন্তু সারাবছর ধরে সৃষ্টিশীল লেখকদের লেখা ছেপে যেতে পারে এমন পত্রিকার সংখ্যা এখন এসে ঠেকেছে তলানিতে। পালটে গিয়েছে দৈনিক সংবাদপত্রের রবিবারের ম্যাগাজিনের ধরন। এমন অনিশ্চিত সময়ে কিছুটা বাঁচার পথ দেখিয়েছে পুজো সংখ্যাই। সাহিত্যিক ও সাহিত্য পাঠকের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক সৃষ্টির সূত্রটি পুজো সংখ্যা না থাকলে হারিয়ে যেত। এক হিসেবে পুজো সংখ্যাই এখন জোগান দেয় বাঙালির

সাহিত্যপাঠের খোরাকের মোটা অংশ। লেখকরাও নিজেদের তৈরি রাখেন সেভাবে।

ছাপার কাগজ ও মুদ্রণ ব্যয় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে পুজো সংখ্যার দাম। পাল্লা দিয়ে কমে আসছে ক্রেতার সংখ্যা। কিছু পরিবারকে জানি, যাঁরা পাঁচ বছর আগেও কিনতেন তিন–চারটি পুজো সংখ্যা। এখন কেউ কেনেন একটি, কেউ দুটি। কিছুই কিনবেন না ভেবেও কেউ শেষপর্যন্ত কিনে ফেলেন একটি। আসলে পুজোর মতোই পুজো সংখ্যার স্বাদ ঢুকে গিয়েছে বাঙালির রক্তে ও অভ্যাসে।

গত বছর এক ডজন পুজো সংখ্যা কিনেছিলাম। সেগুলি ঘাঁটতে গিয়ে যে অস্বস্তিকর ব্যাপারটি চোখে পড়ল তা হল, প্রতিটি *এরপর বারোর পাতায়*